আমাদের সেকেণ্ড হোম

রিয়াজউদ্দিন আহমেদ

জাতীয় প্রেস ক্লাবকে বলা হয় সাংবাদিকদের দ্বিতীয় নিবাস, সেকেণ্ড হোম। আক্ষরিক অর্থেও কথাটা প্রায় সত্যি। অনেকের সকাল থেকে সারাদিন কাটে ক্লাবে। কারও বা দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত। মোটের উপর দিন-রাতের বেশি সময়টাই কাটে জাতীয় প্রেস ক্লাবে। প্রশ্ন হতে পারে, এখানে এতটা সময় কি করেন সাংবাদিকরা?

সদস্যরা অনেকেই সকালের কাগজ পড়া সহযোগে নাস্তা করেন এখানে। তখন বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত নানা লেখা নিয়ে আলোচনা হয়। কোন্ লেখাটা ভালো বা ভালো নয়, বলা হয় সে সব কথা। কেন তা ভালো বা ভালো নয়, সে কথাও হয়। পেশাগত জীবনে এই বিষয়টা খুবই কাজে লাগে। কেউ কেউ প্রশংসা পান। কেউ নির্দেশ পান ত্রুটির। কাজে দক্ষতা অর্জনের জন্যে দুটোরই খুব প্রয়োজন।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে নতুন খবরের সন্ধানও মেলে অনেক সময়। একজন সাংবাদিক যে সব খবর জানতে পেরেছেন, তা অন্যকে জানান। ক্লাবের গ্রন্থাগারটিও কাজে লাগে অনেকের। সেখানে পাওয়া যায় দেশ-বিদেশের বহু সংবাদপত্র ও সাময়িকী। গ্রন্থাগারেই রয়েছে ইন্টারনেট ব্রাউজ করার ব্যবস্থা। ই-মেইল আদান প্রদান করা যায় সেখান থেকে। সদস্যরা এসব সেবা গ্রহণ করেন। প্রয়োজনে খান চা-নাস্তা ও দিন বা রাতের খাবার।

অন্যান্য ক্লাবের সঙ্গে প্রেস ক্লাবের বিরাট একটা পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত ক্লাবের সদস্যরা নানা পেশার হন। প্রেস ক্লাবের তা নয়। প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্যরা সবাই অপরিহার্যভাবে সাংবাদিক। অবশ্য সাংবাদিকদের সকলেই ক্লাবের সদস্য নন। কিন্তু সদস্যরা সকলেই সাংবাদিক। তবু তাদের চালচলন ও চিন্তা-ভাবনায় বৈচিত্র্যের অভাব নেই। সাংবাদিকদের মধ্যে মেধা, দক্ষতা ও পদাধিকারের ভিন্নতা থাকেই। তা নিয়ে ভেদাভেদও থাকে। কিন্তু সে ভেদাভেদ একেবারেই ক্লাবের বাইরে। ক্লাবে প্রায় সবাই সকলের ভাই। পরস্পরের প্রতি সৌজন্যের অভাব নেই; নেই পদাধিকারের দাপটও।

দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে জাতীয় প্রেস ক্লাব সব সময়ই শরীক থেকেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে ক্লাবের অনেক সদস্য নানাভাবে অংশ নেন। শহীদ হয়েছেন কয়েকজন। একই ঘটনা ঘটে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনেও। এসব ক্ষেত্রে ক্লাব বা ক্লাবের সদস্যরা আপোস করেননি।

ক্রীড়া ও বিনোদনের নানা আয়োজনও রয়েছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে। বছরভর নানা ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্যোগ আয়োজন থাকে। এই কারণে নিজেকে ধন্য মনে করছি যে, আমি এই বিশাল ক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছি একটি বিশেষ সময়ে। ক্লাব এবার তার সুবর্ণ জয়ন্তি উদযাপন করছে। ১৯৫৪ সাল থেকে এই ৫০ বছরে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। সে পরিবর্তনকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলা যেতে পারে। পত্রপত্রিকার সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে সাংবাদিক এবং ক্লাবের সদস্যদের সংখ্যাও। সংবাদপত্রের মুদ্রণ ও প্রকাশনায় যুক্ত হয়েছে আধুনিক কলাকৌশল। বিজ্ঞাপনের পরিমাণ এবং প্রচার সংখ্যাও বেড়েছে।

বেতন-ভাতা বৃদ্ধি এবং চাকরির পরিবেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পেশায় ক্রমশ যুক্ত হচ্ছেন বেশি সংখ্যক শিক্ষিত মেধাবী তরুণ-তরুণী। জাতীয় প্রেস ক্লাব সংবাদপত্রের এই সাফল্যের শুধু সাক্ষী নয়, ফলভোগীও।

কিন্তু সাংবাদিকতা বা প্রেস ক্লাবের এই উন্নয়ন এক দিনে হয়নি। এর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এর জন্যে সংগ্রাম করতে হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। শাসকরা তাদের ক্ষমতা রক্ষার জন্যে বারবার সত্যকে হত্যা করেছে। হরতাল হলে সংবাদপত্রকে বলতে বাধ্য করা হয়েছে জীবনযাত্রা ছিল স্বাভাবিক। জলজ্যান্ত হত্যাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। দেশপ্রেমিককে দেশদ্রোহী হিসেবে চিত্রিত করতে বাধ্য করা হয়েছে। সাংবাদিক সমাজকে এভাবেই শাসকরা সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য করতে পেরেছে কালাকানুনের বলে। সাংবাদিকরা কিন্তু এধরনের জবরদস্তি কখনও মেনে নেয়নি। তাই বারবার আন্দোলন হয়েছে কালাকানুনের বিরুদ্ধে। সাংবাদিকদের সহ্য করতে হয়েছে অত্যাচার, হারাতে হয়েছে চাকরি। দৈহিক লাঞ্ছনা এবং দুঃসহ কারাযন্ত্রণা পর্যন্ত ভোগ করতে হয়েছে অনেককে। জীবননাশের হুমকিসহ নানারকম ভয় দেখিয়ে সাংবাদিকের বিবেক ও সত্যকণ্ঠকে স্তব্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। প্রলোভনে বশীভূত করার অপচেষ্টাও চলেছে বিভিন্ন সময়ে। প্রেস ক্লাব এসব সত্য বিনাশী অপশক্তি প্রতিরোধ ও সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ছিল অগ্রণী।

তবে শুরুতে প্রেস ক্লাব আজকের ক্লাবের মত ছিল না। সবুজের মধ্যে ছোট্ট একটি দোতালা লাল দালান ছিল। ঢাকার রাস্তা ছিল তখন ছোট ছোট, সংখ্যায়ও কম। যানবাহন, মানুষ সবই কম ছিল। সাংবাদিকের সংখ্যাও আজকের মত ছিল না। শহরের প্রাণকেন্দ্র, অথচ কোলাহলবিহীন। এক মনোরম পরিবেশে আমাদের পূর্বসূরীরা প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৫৪ সালে। নামকরা সব সম্পাদক আর সাংবাদিকদের পদচারণায় ক্লাব ছিল তখন মুখরিত। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল পুরোনো ক্লাবঘরের মধ্যের রুমটি। মাঝখানে একটি গোল টেবিল। চারদিকে কয়েকটি চেয়ার। এর মধ্যে এসে বসতেন পথিকৃৎ সাংবাদিক আবদুস সালাম, মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী। গল্পে, তর্কে মাতিয়ে তুলতেন ক্লাব। সবাই উপভোগ করতেন সে জমজমাট আড্ডা।

ক্লাব ক্যান্টিনে বসে আলোচনা হতো দেশ দুনিয়ার। রাজনীতিই ছিল মূল আলোচ্য। আলোচনায় উত্তাপ ছিল, মতভেদ ছিল, কিন্তু ছিল না কোনও রাজনৈতিক বিভাজন।

সাংবাদিকরা সাংবাদিকই ছিলেন। এর বেশি কিছু নয়। ক্লাব ঘরের পেছনে আম গাছ তলায় তখন আমরা তরুণ সাংবাদিকরা বসে গল্প করতাম। বড়দের মধ্যে আসতে সংকোচ ছিল। কিন্তু অনেক সময় তাঁরাই চলে আসতেন আমাদের মধ্যে। কেটে যেত জড়তা। আজকে ক্লাব বড় হয়েছে। অনেক বড়, অনেক আধুনিক। অনেক সুযোগ-সুবিধা। প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরা। কিন্তু সবাই ব্যস্ত। আগের মত আয়েশী সময় যেন এখন নেই। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সেই সোনালী দিনগুলি।

আমরা যারা সেকালের সাংবাদিক এটা তাদের কথা, তাদের কষ্ট। আজ যারা তরুণ, নতুন, তারা নিশ্চয়ই নতুন পরিবেশে আনন্দিত। কারণ এত বড় প্রেস ক্লাব, এত সুযোগ-সুবিধা, এত বড় চত্বর বিশ্বের খুব কম প্রেস ক্লাবেরই আছে। সেদিক থেকে আমরা সত্যিই ভাগ্যবান। প্রেস ক্লাবকে নিয়ে অহঙ্কার করার মত অনেক কারণ আছে। এটা শুধু ইট কাঠের দালান নয়, এটা একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আজকের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, জাতীয় নেতা সবার পদচারণায় এ ক্লাব ধন্য। আজ সুবর্ণ জয়ন্তিতে আমরা তাই আনন্দিত। আমাদের আশা, সামনের দিনগুলোতে প্রেস ক্লাব আরও সুন্দর, আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

একথা স্বীকার করতেই হবে ইদানিং সাংবাদিকতা আর সংবাদপত্রের প্রসার ঘটেছে অনেক। টেকনোলজি আর ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের ছোঁয়া লেগেছে আমাদের সংবাদপত্রে। ইন্টারনেট, ই-মেইল, মডেম এসব সংবাদপত্রে আজ পরিচিত নাম। ইদানিং টাইপ রাইটার, হটমেটাল, লাইনো টাইপ এসব ভোকেবুলারী সীমিত। সংবাদপত্র দেখতে এখন অনেক সুন্দর। বিদেশী গ্লোসি নিউজপ্রিন্টে রঙ ছড়ানো কাগজ বের হচ্ছে। কাগজের বৈচিত্র্য বেড়েছে, কাগজের সংখ্যা বেড়েছে। যা বাড়েনি, তাহলো পেশার মান। আমি নিদ্বির্ধায় বলতে পারি, টেকনোলজির এত প্রসারের পরও আমি যেন স্বর্ণযুগের সেই সন্ধান পাচ্ছি না।

নব প্রজন্মের সাংবাদিকরা আমার এ মতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। আমি তেমন একটা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে চাই। কারণ আমি নিশ্চিত হতে চাই, আমাদের সেই স্বর্ণ যুগটি হারিয়ে যায়নি। একথা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আজকের পেশা সেই স্বর্ণযুগ পেরিয়ে গেছে, তাহলে আমি সবচেয়ে সুখী হবো। কিন্তু এ ধরনের চ্যালেঞ্জ নবপ্রজন্ম দিতে পারবে কি? আগেই বলেছি যদি আজকের পেশা স্বর্ণযুগ পেরিয়ে যেতে পারে তবে আমি সবচেয়ে খুশি হবো। কিন্তু আমার সংশয় আছে, আমাদের অভিযাত্রায় বোধহয় আমরা পিছিয়ে গেছি। অথবা সামনে এগুতে পারিনি।

তাইতো আজ প্রেস ক্লাবে পেশা নিয়ে বেশি আলোচনা হয় না। রাজনীতির আলোচনা হয় না আগের মত। এখন আমরা রাজনীতিতে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কথা বলি। সোজা কথা পেশা আজ পলিটিসাইজড। আজকাল অনেকেই বলেন, কাগজের নাম শুনেই বলতে পারি– তিনি কোন্ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির। কথাটা কি একেবারেই মিথ্যা? ও প্রশ্নের মুখোমুখি আজ সাংবাদিকতা পেশা। এর প্রকাশ অনেক সময় প্রেস ক্লাবেও দেখা যায়। রাজনীতির মেরুকরণের শিকার হয়েছে প্রেস ক্লাবের টেবিল।

এ মেরুকরণ নিচ্ছে বেশি, দিচ্ছে কম। আমরা হারাচ্ছি বেশি, পাচ্ছি কম। আমাদের সেই ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা-সবই আজ মেরুকরণের নিষ্ঠুর শিকার। মেধায়, মননে পেশাগত মর্যাদায় আমরা সেই স্বর্ণযুগ থেকে দূরে বহুদূরে। স্বর্ণযুগের সন্ধানে আত্মোপলব্ধির আজ বড় প্রয়োজন। আমি আশাবাদী, আমাদের পেশা আরও সমৃদ্ধ হবে। আবার আমরা ফিরে যাব নতুন এক স্বর্ণ যুগে।

লেখক জাতীয় প্রেস ক্লাবের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির (২০০৩-০৪) সভাপতি, দৈনিক নিউজ টুডে'র সম্পাদক